হারিয়ে যাওয়া শিল্পকে ধরে রাখার যুদ্ধে একজন সৈনিক

ইয়াসমিন বেগম

শরীয়তপুর পৌরসভার দাসাত্বা গ্রামের গৃহবধূ ইয়াসমিন বেগম। বর্তমানে যার বয়স ৪০ বৎসর । ইয়াসমিন বেগম আজ থেকে ২৫ বৎসর আগে মুক্তার হোসেন কাজির সাথে গাঁটছড়া বেঁধে ঢাকা জিঞ্জিরা থেকে শরীয়তপুরে আসেন। এই ২৫ বৎসর জীবনে মুক্তার হোসেন কাজির সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শরীয়তপুরের ঐতিহ্য কাঁশা পিতলের বাসন পাত্র উৎপাদনে অগ্রগামী সৈনিক হিসাবে কাজ করে যাচ্ছেন। ইয়াসমিন বেগমের স্বামী জনাব মুক্তার হোসেন এই ব্যবসাটি আদিকাল থেকেই করে আসছেন। কিন্তু কালের বির্বতনে এ শিল্প শরীয়তপুরে এখন মৃতপ্রায়। তাতেও ইয়াসমিন মুক্তার জুটি হাল ছাড়েননি।

তারা অনেক সংগ্রাম করে এ শিল্পকে দাসার্ত্তা গ্রামের কয়েকটি পরিবার টিকিয়ে রেখেছে। এ কাসা-পিতল শিল্পটাকে সচল রাখার জন্য এসডিএস দাসার্ত্তা গ্রামে একটি মহিলা সমিতি তৈরী করে ২০০০ সালে ঋণ কার্যক্রম শুরু করে। এসডিএস থেকে ইয়াসমিন বেগম প্রথমে ১৫ হাজার টাকা ঋণ গ্রহন করেন। এভাবে চলতে থাকে ঋণ দেওয়া নেওয়ার কাজ। ২০১৯ সালে ইয়াসমিন বেগম এসডিএস থেকে ৩ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। বর্তমানে তাদের কারখানায় ৮ জন শ্রমিক কাজ করছে।

তিনি সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) আওতায় অগ্রসর এসইপি খাতে সর্বশেষ ২০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহন করে ব্যবসা সম্প্রসারণের কাজ শুরু করেন। গৃহীত ঋণ নিয়ে তিনি ২টি হাইড্রোলিক মেশিন, পলিশিং মেশিন বিভিন্ন ধরনের কাসা পিতলের তৈজসপত্রে উৎপাদনে ব্যবহৃত বিভিন্ন টুলস ক্রয় করেন। ফলশ্রুতিতে তার কারখানার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণে। বর্তমানে কম সময়ে কম সংখ্যক শ্রমিকের মাধ্যমে বেশী পরিমানে পণ্য উৎপাদনে সক্ষম হয়েছেন। এ ছাড়াও তার জরাজীর্ণ উদ্যোগকে এসইপি প্রকল্পের সহায়তায় আধুনিকায়ন করা হয়েছে। ফলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি উদ্যোগে পরিবেশগত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে - কয়লা ব্যবস্থাপনা, ফাস্ট-এইড বক্স, সোলার প্যানেল স্থাপন, অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা, নিরাপদ বৈদ্যুতিক ওয়ারিং, সুপেয় পানির ব্যবস্থা, এসিড পানির সুষ্ঠু নিষ্কাশন ব্যবস্থা, ট্রান্সপারেন্ট শীটের ব্যবহার, এক্সজস্ট ভেনটিলেশন ব্যবস্থা করা, স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ইত্যাদি। এতে করে উদ্যোগে উন্নত কর্মপরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে উৎপাদিত পণ্যগুলো চট্রগ্রাম, ঢাকা, বরিশাল ও মাদারীপুরে মোবাইল মার্কেটিং ও এসইপি মেটালিক ইউটেনসিলস এর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিক্রয় করেন। বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বাজার সংযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে এ শিল্পের বিকাশে সহায়ক ভুমিকা রাখবে।

A soldier in the battle to retain the lost enterprise

Yasmin Begum

Yasmin Begum, living at Dasatwa village of Shariatpur municipality, is currently 40 years old. She tied the knot with Muktar Hossain Kazi about 25 years ago and came to Shariatpur from Dhaka Jinjira. During these 25 years, she has been working with Muktar Hossain Kazi as a pioneer in the production of Shariatpur's traditional brass utensils. Yasmin Begum's husband Mr. Muktar Hossain has been doing this business since the early days. But due to time, this industry is dying in Shariatpur. Even so, Yasmin & Muktar did not give up this business. They struggle a lot to make sustained this industry at Dasartta village. SDS started a loan program in 2000 by forming a women's association in Dasartta village to keep this brassware industry active. Then Yasmin Begum first took 15,000 taka as loan from SDS and started to expand the business. In 2019, Yasmin Begum took a loan of Tk 3 lakh from SDS. Currently 7 workers are working in their factory. During this period, under the Sustainable Enterprise Project (SEP), he took a loan of Tk 20 lakh from SDS and started expanding her business. She bought 2 hydraulic machines, polishing machine, tools used in the production of different types of brass products, etc after taking this loan. As a result, the productivity of his factory increased manifold. At present, it is possible to produce more products in less time with fewer workers. Apart from this, its shabby condition factory has been improved with the help of SEP activities. As a result, environmental improvement has been achieved in addition to increasing productivity in the enterprise – used coal management, first-aid box, installation of solar panels, fire extinguisher, safe electrical wiring, clean and safe drinking water, acid water drainage system, use of transparent sheets, exhaust ventilation system, hygienic Toilet etc. This has created a better working environment in the initiative. Currently, the manufactured products are sold in Chittagong, Dhaka, Barisal and Madaripur through mobile marketing and the website of SEP Metallic Utensils. It will play a supporting role in the development of this enterprise through the development of market system and creation of market linkages.